দৈনিক
সকালবেলা
নতুন প্রজন্মের কাগজ
The Daily Sakalbela
প্রতিষ্ঠাতা ঃ সৈয়দ এনামুল হক
প্রকাশনার ৩০ বছর



ঘূর্ণিঝড় 'আকভান'-এর প্রভাবে বৃষ্টি, ভোগান্তিতে মানুষ
দিনের শুরু থেকেই ছিল গুমোট আকাশ। সকালে শুরু হয় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির তীব্রতাও বাড়তে থাকে। ঘূর্ণিঝড় 'আকভান'-এর প্রভাবে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলসহ চট্টগ্রাম ও দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি হচ্ছে। কোথাও কোথাও হচ্ছে ভারী বৃষ্টিও। বৃষ্টিতে সড়কে জমেছে কাদাপানি।

শুক্রবার
- রেজি নং ডিএ- ১৯৮৭
- ৩০ তম বর্ষ, ১৯৬ সংখ্যা
- ঢাকা, ২০ নভেম্বর ২০২৬
- ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ বাংলা
- ০৯ জমা: সানি ১৪৪৮ হিজরী
- ৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫ টাকা

পঞ্চম বাহিনীকে পথে পথে প্রতিহত করা হবে: রিজভী

স্টাফ রিপোর্টার :
দেশে অস্থিতিশীলতা ও নাশকতা সৃষ্টির চেষ্টায় লিপ্ত 'পঞ্চম বাহিনী' ও পরাজিত শক্তিকে আর কোনো ছাড় দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী ৭ এর পাতায় দেখুন

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধির আহ্বান ড. তিতুমীরের

স্টাফ রিপোর্টার :
রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক, মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে মিয়ানমারের ওপর অব্যাহত কূটনৈতিক তৎপরতা ও রাজনৈতিক চাপ বজায় রাখতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি ৭ এর পাতায় দেখুন

অনুরোধ করছি আমাকে সীমাবদ্ধ থাকতে দিন: দীনেশ ত্রিবেদী

স্টাফ রিপোর্টার :
বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী বলেছেন, সত্যি বলতে আমি এখানে এসেছি ভারতীয় হাইকমিশনার হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতিকে শুভেচ্ছা জানাতে। সাধারণ ৭ এর পাতায় দেখুন

তুমি রবে নিরবে...

বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি



লায়ন, এ্যাডভোকেট
সৈয়দ এনামুল হক
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও প্রকাশক
দৈনিক সকালবেলা
এবং The Daily Morning Times
মহাসচিব : বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদ (BSP)
ইংরেজি সংবাদ পাঠক : বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

জন্ম ঃ ১৬ এপ্রিল ১৯৫৬
মৃত্যু ঃ ২৭ অক্টোবর ২০২০

এনাফ ইজ এনাফ

অগ্নিসন্ত্রাসী-খুনিদের পরিষ্কার জবাব দিতে হবে

-প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

স্টাফ রিপোর্টার :
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, 'বাংলাদেশের মানুষ এখন নিরাপত্তা চায়, স্বস্তি চায়, দেশের অগ্রগতি চায়। যদি দেশ ও জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে হয়, তাহলে সব রাজনৈতিক দল, যারা চব্বিশের সময় গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ করেছে, তাদের সবাইকে আজ ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এই সন্ত্রাসী, অগ্নিসন্ত্রাসী ও খুনিদের পরিষ্কার জবাব দিয়ে দিতে হবে এনাফ ইজ এনাফ। যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। তিনি বলেন, 'দেশের মানুষ আর গুম-খুন, অগ্নিসন্ত্রাস ও ভোটাধিকার হরণের রাজনীতিতে ফিরে যেতে চায় না। আসুন, আমরা ঐক্যবদ্ধ হই এবং এই সন্ত্রাসীদের সমুচিত জবাব দিই। সঠিকভাবে ও শক্তভাবে জবাব দিই। যাতে করে তারা আর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ভাগ্য এবং বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) দুপুরে লালমনিরহাট সদর উপজেলার মহেন্দ্রনগর পানি নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন কর্মসূচির উদ্বোধন শেষে জেলা বিএনপি আয়োজিত জনসভায় প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জনগণের ভোটে নির্বাচিত বিএনপি সরকার যখন দেশের নারী-পুরুষ, শিশুসহ ছাত্র-ছাত্রী, বেকার যুবক, কৃষক ও শ্রমিকদের জন্য কাজ করার চেষ্টা করছে, তখন দেশের বিরুদ্ধে একটি গ্রুপ, একটি মহল ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। এই সন্ত্রাসী গ্রুপটি জনগণের বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে ১৬ বছর এই দেশকে জোর করে শাসন করেছিল। তিনি বলেন, '১৬ বছর তারা জনগণের কথা বলার অধিকার ও ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। ২০১৪ ও ২০১৮ সালের মতো নির্বাচনে ফিরে পেতে চায় না বাংলাদেশের মানুষ। যারা নিশিরাতে নির্বাচন করেছিল, আমি-ডামির নির্বাচন করেছিল, তারা এই দেশের মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। তারেক রহমান বলেন, '১৬ বছর ক্ষমতা দখল করে থেকেও কেন তারা তিস্তা ব্যারাজের কাজ, তিস্তা মহাপরিকল্পনা ও পদ্মা ব্যারাজের কাজ করেনি? কেন তারা এই এলাকায় গ্যাসলাইন আনেনি? কেন এই এলাকায় ইপিজেড স্থাপন করেনি? এই প্রশ্ন আমার ও আপনাদেরও ৭ এর পাতায় দেখুন



প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান গতকাল লালমনিরহাটের মহেন্দ্রনগর মডেল খাল পুনঃখনন কর্মসূচির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। -পিআইডি



প্রত্যেক নারীর ক্যানসার স্ক্রিনিংয়ের সুযোগ নিশ্চিতের তাগিদ ডা. জুবাইদার

স্টাফ রিপোর্টার :
জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান বলেছেন, কোনও রোগীই যেন চিকিৎসার বাইরে না থাকেন। বিশেষ করে ক্যানসার আক্রান্তরা যেন অবহেলার শিকার না হন। সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তিনি বলেন, যেসব ক্যানসার প্রতিরোধ করা সম্ভব, তা প্রতিরোধ করা, দ্রুত রোগ শনাক্ত, কার্যকর চিকিৎসা নিশ্চিত করাই সরকারের লক্ষ্য। শহর ও গ্রামের প্রতিটি নারীর জন্য ক্যানসার স্ক্রিনিংয়ের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) দুপুরে রাজধানীর একটি রেস্টুরেন্টে আন্তর্জাতিক ক্যানসার সম্মেলনে (ক্যানসার কংগ্রেস) প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানটির মূল প্রতিপাদ্য ৭ এর পাতায় দেখুন

খলিলুর রহমানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র-ভারত-যুক্তরাজ্য-চীন-ইইউর দূতদের বৈঠক

স্টাফ রিপোর্টার :
পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন, যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারাহ কুক ও ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। এর আগে সকালে তার সঙ্গে বৈঠক করেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার ও চীনা দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ড. লিউ ইউইন। বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দফায় দফায় গুরত্বপূর্ণ এসব দেশের রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনারদের সঙ্গে আলাদা বৈঠক করেন খলিলুর রহমান। বৈঠক শেষে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের থ্যাংকসগিভিং ডে উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন তিনি। এ সময় দুদেশের সুসম্পর্ক ৭ এর পাতায় দেখুন

রোহিঙ্গা গণহত্যা মামলার রায়

গণহত্যার উদ্দেশ্য ছিল, আইসিজেতে দোষী সাব্যস্ত মিয়ানমার

স্টাফ রিপোর্টার :
মিয়ানমার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণহত্যা সংঘটিত করেছে বলে বৃহস্পতিবার ঐতিহাসিক রায়ে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে)। একইসঙ্গে আদালত শরণার্থীদের নিরাপদে দেশে ফেরার সুযোগ দেওয়ার এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে। দ্য হেগ থেকে এএফপি জানায়, জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আদালতের ৮০ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম বিচারকরা কোনো রাষ্ট্র গণহত্যা সংঘটিত করেছে বলে নির্ধারণ করলেন। মিয়ানমারের ২০১৭ সালের নৃশংস দমন অভিযান থেকে বেঁচে যাওয়া রোহিঙ্গাদের জন্য এ রায় ন্যায়বিচারের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। দ্য হেগে আদালতের গ্রেট হল অব জাস্টিসে রায় ঘোষণা করে আইসিজে প্রেসিডেন্ট ইউজি ইওয়াসাওয়া বলেন, 'মিয়ানমার ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র উত্তর রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর গণহত্যা



সংঘটিত করেছে। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে ইওয়াসাওয়া ওই অভিযানে মিয়ানমারের প্রধানত মুসলিম রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর সংঘটিত নৃশংসতার বিস্তৃত প্রমাণ তুলে ধরেন। ওই অভিযানের ফলে কয়েক লাখ রোহিঙ্গা প্রতিবেশী বাংলাদেশে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। ইওয়াসাওয়া বলেন, মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী হাজার হাজার রোহিঙ্গা বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছে, নারীদের ওপর 'ব্যাপক যৌন সহিংসতা' চালিয়েছে এবং শিশুদের ওপর 'চরম সহিংসতা' সংঘটিত করেছে। আইসিজে জানায়, রোহিঙ্গাদের গ্রামগুলো 'পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস' করা হয়েছে এবং সেখানে রোহিঙ্গাবহির্ভূত জনগোষ্ঠীকে বসতি স্থাপন করানো হয়েছে। আদালতের মতে, এসব কর্মকাণ্ডের 'একমাত্র যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত' হলো, মিয়ানমার ওই জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করেছে- যা গণহত্যা নির্ধারণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

'নিরাপদ' প্রত্যাবাসন : আদালত মিয়ানমারকে সহিংসতা থেকে পালিয়ে যাওয়া রোহিঙ্গাদের 'নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক ও মর্যাদাপূর্ণভাবে তাদের বসতিস্থলে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দিতে এবং প্রত্যাবাসন সহজ করতে' নির্দেশ দিয়েছে। বিচারকরা মিয়ানমারকে গণহত্যার অভিযোগে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তদন্ত ও শাস্তি নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টিও ৭ এর পাতায় দেখুন



রমজানের খেজুর জানুয়ারির শুরুতেই বাজারে চান বাণিজ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার :
রমজানের কেনাকাটার চাপ শুরুর আগেই জানুয়ারির প্রথম দিকে দেশের খুচরা বাজারে পর্যাপ্ত খেজুরের সরবরাহ নিশ্চিত করতে চান বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। সাশ্রয়ী দামে সরবরাহ নিশ্চিত করতে আলজেরিয়ার সরকারি ও বেসরকারি খাত থেকে সরাসরি খেজুর আমদানির বিষয়ে বৃহস্পতিবার দেশটির রাষ্ট্রদূত ড. আবদেল ওয়াহাব সাইদানির সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। গতকাল বৃহস্পতিবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, ৭ এর পাতায় দেখুন

দেশে কোনো অরাজকতা করতে দেওয়া হবে না

-ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার :
বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) দুপুরে ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার রামগোপালপুর বাসস্ট্যান্ডে দেশজুড়ে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে আয়োজিত সমাবেশে কথা বলেন ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এম. ইঞ্জিনিয়ার ইকবাল হোসাইন। ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এম. ইঞ্জিনিয়ার ইকবাল হোসাইন বলেছেন, দেশে কোনো ধরনের অরাজকতা বা বিশৃঙ্খলা করতে দেওয়া হবে না। কার্যক্রম নিষিদ্ধ একটি দল গত কয়েক দিন ধরে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করছে। থানা লুট, অগ্নিসংযোগ, চোরাগোপ্তা হামলা এবং মানুষের জানমালের ক্ষতি করার মতো কর্মকাণ্ড আর মেনে নেয়া হবে না। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) দুপুরে ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার ৭ এর পাতায় দেখুন



মামলার চাপ কমাতে প্রাক-মামলা মধ্যস্থতা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে: আইনমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার :
আদালতে মামলার চাপ কমাতে এবং বিচারপ্রার্থীদের জন্য ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার সহজ করতে দেশের ৬৪ জেলায় প্রাক-মামলা মধ্যস্থতা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। তিনি বলেন, ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার কোনো বিশেষ শ্রেণির মানুষের বিশেষাধিকার নয়, বরং প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। সরকার এ অধিকার নিশ্চিত করতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাকে ৭ এর পাতায় দেখুন

দ্বিতীয় পদ্মা ও যমুনা সেত নির্মাণের পরিকল্পনা, যুক্ত হবে তিন জেলা

স্টাফ রিপোর্টার :
দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগ সহজ করতে তিন জেলাকে যুক্ত করে ওয়াই আকৃতির দ্বিতীয় পদ্মা সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা করছে সরকার। নতুন পরিকল্পনায় মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া, রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ও পাবনার কাজিরহাট যুক্ত হবে। অন্যদিকে উত্তরাঞ্চলের যোগাযোগব্যবস্থা উন্নত করতে দ্বিতীয় যমুনা সেতু নির্মাণের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। তবে এ সেতুর অবস্থান এখনো চূড়ান্ত হয়নি। জামালপুর, বগুড়া, গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রামের কয়েকটি স্থান বিবেচনায় রয়েছে।



সেতু বিভাগ সূত্র জানায়, দ্বিতীয় পদ্মা সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা প্রায় তিন দশকের পুরোনো। শুরুতে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া পথে সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা করা হলেও পরে টানেল এবং রাজবাড়ী-পাবনা সংযোগের বিষয়টি সামনে আসে। এবার তিন জেলাকে যুক্ত করে ওয়াই আকৃতির সেতু নির্মাণের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেতুটি নির্মিত হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন জেলার সঙ্গে ঢাকার বিকল্প যোগাযোগ তৈরি হবে। মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা, রাজবাড়ী ও ফরিদপুরের মানুষের যাতায়াত সহজ হবে। পাশাপাশি মোংলা সমুদ্রবন্দর এবং বেনাপোল, ভোমরা ও দর্শনা স্থলবন্দরের সঙ্গে রাজধানীর যোগাযোগ উন্নত হবে। কৃষি ও শিল্পপণ্য পরিবহনে সময় ও ব্যয় কমবে বলে আশা করছে সেতু বিভাগ। অন্যদিকে দ্বিতীয় যমুনা সেতুর জন্য চার থেকে পাঁচটি সম্ভাব্য পথ বিবেচনা করা হচ্ছে। এর মধ্যে জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ ঘাট থেকে গাইবান্ধার বালাসী ঘাট এবং জামালপুরের মাদারগঞ্জ থেকে বগুড়ার সারিয়াকান্দি পথ দুটি বেশি আলোচনায় রয়েছে। এ ছাড়া কুড়িগ্রামের চিলমারী ও রৌমারীর মধ্যেও সেতু নির্মাণের বিষয়টি বিবেচনায় আছে। বর্তমানে যমুনা সেতু দিয়ে প্রতিদিন গড়ে ২৫ হাজার যানবাহন চলাচল করে। ১৯৯৮ সালে চালু হওয়া এ সেতুতে উৎসব ও সপ্তাহের শুরু-শেষে যানবাহনের চাপ বাড়ে। অন্যদিকে ২০২২ ৭ এর পাতায় দেখুন



হাম উপসর্গে আরও সাত জনের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার :
দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার (১৮ নভেম্বর) সকাল ৮টা থেকে বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) সকাল ৮টার মধ্যে তারা মারা যায়। তবে এই সময়ের মধ্যে নিশ্চিত হামে কারও মৃত্যু হয়নি। একই সময়ে হাম ও হামের উপসর্গে আক্রান্ত হয়েছে ১ হাজার ৩৩০ জন। স্বাস্থ্য অধিদফতরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, গত ১৫ মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত ৭ এর পাতায় দেখুন



'আরেকটি ১/১১ নেমে আসলে আমরা কেউই বাঁচতে পারব না'

-রাশেদ খাঁন

স্টাফ রিপোর্টার :
বাংলাদেশে যদি অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে আরেকটি ১/১১ নেমে আসে, তাহলে কেউ বাঁচতে পারবে না বলে দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খাঁন। বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের উদ্যোগে মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন। রাশেদ বলেন, 'আওয়ামী লীগ গোপালগঞ্জে বিএনপির ৭ এর পাতায় দেখুন

সুস্থ দম্পতির ঘরেও প্রতিবন্ধী শিশু

স্টাফ রিপোর্টার :
মা-বাবা দুজনই সুস্থ। পরিবারে জন্মগত ত্রুটির ইতিহাসও নেই। তবু তাদের ঘরেই জন্ম নিচ্ছে শারীরিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধিতা নিয়ে শিশু। কেউ জন্ম থেকেই শুনতে বা দেখতে পায় না, কারও মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশে সমস্যা থাকে। আবার জন্মের সময় বা পরবর্তী জটিলতায় বাধাগ্রস্ত হয় শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ। কেন এমন হচ্ছে? এর পেছনে কি জিনগত পরিবর্তন, গর্ভাবস্থায় সংক্রমণ, অপুষ্টি, পরিবেশদূষণ, ক্ষতিকর রাসায়নিকের সংস্পর্শ কিংবা প্রসবকালীন জটিলতা দায়ী? চিকিৎসাবিজ্ঞান বলছে, এসব সমস্যার পেছনে একাধিক কারণ থাকতে পারে। কিছু ঝুঁকি কমানো সম্ভব, আবার সব জন্মগত ত্রুটি প্রতিরোধ করা যায় না। ফলে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সন্তানকে বড় করে তুলতে গিয়ে অনেক পরিবারকে দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা, পরিচর্যা ও পুনর্বাসনের কঠিন লড়াই চালাতে হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিবন্ধী শিশু জন্ম নেওয়ার জন্য মা-বাবাকে দায়ী করা ঠিক নয়। অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কারণ শনাক্ত করাও সম্ভব হয় না। তবে গর্ভধারণের আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, নিয়মিত প্রসবপূর্ব সেবা, পুষ্টি নিশ্চিত করা, নিরাপদ ওষুধ ব্যবহার এবং দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর তত্ত্বাবধানে প্রসবের মাধ্যমে কিছু ঝুঁকি কমানো

> জন্মগত ত্রুটির পেছনে জিনগত, সংক্রমণ ও পরিবেশদূষণসহ নানা কারণ

> সরকারি ডেটাবেজে প্রায় ৪৬ লাখ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি

সম্ভব। একই সঙ্গে জন্মের পর শিশুর বিকাশে অস্বাভাবিকতা দ্রুত শনাক্ত করে চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করাও জরুরি।
জিনগত ত্রুটিই একমাত্র কারণ নয় : বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ইনস্টিটিউটের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. মোহাম্মদ খালেদ বিন ইসমাইল বলেন, জন্মগত ত্রুটি সাধারণত তিন ধরনের-গঠনগত, কার্যগত ও বিপাকীয়। গঠনগত ত্রুটির ক্ষেত্রে শিশুর শরীরের কোনো অঙ্গ স্বাভাবিকভাবে তৈরি হয় না। যেমন হাত-পায়ের কোনো অংশের অনুপস্থিতি কিংবা হৃদযন্ত্রের জন্মগত ত্রুটি। কার্যগত সমস্যায় শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ বা স্নায়ুতন্ত্রের কার্যক্রমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। আর বিপাকীয় ত্রুটির কারণে শরীরের কিছু রাসায়নিক প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে কাজ করে না। অনেক ক্ষেত্রে জন্মের পরপরই এসব সমস্যা বোঝা যায় না। তিনি আরও বলেন, জিনগত পরিবর্তন ও ক্রোমোজোমের অস্বাভাবিকতার কারণে জন্মগত ত্রুটি দেখা দিতে পারে। মা-বাবার কারও মধ্যে নির্দিষ্ট জিনগত বৈশিষ্ট্য থাকলে তা সন্তানের মধ্যে প্রকাশ পেতে পারে। আবার মা-বাবার দৃশ্যমান কোনো সমস্যা না থাকলেও নতুন জিনগত পরিবর্তনের কারণে শিশুর জন্মগত ত্রুটি হতে পারে। তবে সব প্রতিবন্ধিতা জন্মগত নয়।
জন্মের সময় অক্সিজেনের গুরুতর ঘাটতি, অপরিণত অবস্থায় জন্ম, মস্তিষ্কে আঘাত, নবজাতকের সংক্রমণ কিংবা পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন অসুস্থতা ৭ এর পাতায় দেখুন

রায়ের বাজারে আগুনে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরির নির্দেশ ববি হাজ্জাজের

স্টাফ রিপোর্টার :
রাজধানীর রায়ের বাজারে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য জরুরি সহায়তা ও পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এবং ঢাকা-১৩ আসনের সংসদ সদস্য ববি হাজ্জাজ। বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে তিনি ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের তালিকা তৈরি এবং তাদের সহায়তায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন। ববি হাজ্জাজ বলেন, অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারের ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত চিত্র নিরূপণ করতে হবে। কেউ যাতে সহায়তার বাইরে না থাকে, সে জন্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরির নির্দেশ দেন তিনি। ৭ এর পাতায় দেখুন



ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আলোচনায় গুরুত্ব পুতিনের

বৈশ্বিক শান্তির আহ্বান শি-ট্রাম্পের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :
চীনের শেনজেনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ঐতিহাসিক ত্রিপক্ষীয় বৈঠক শুরু হয়েছে। এশিয়া-প্যাসিফিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা (এপেক) সম্মেলনের ফাঁকে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে ইউক্রেন যুদ্ধ, পারমাণবিক অস্ত্র ও বৈশ্বিক সংকট নিয়ে আলোচনার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিন নেতা। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) বৈঠকের শুরুতে দেওয়া বক্তব্যে ইউক্রেন যুদ্ধকে আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় হিসেবে তুলে ধরেন পুতিন। গত ২৪ ঘণ্টায় শি ও ট্রাম্পের সঙ্গে তার বৈঠকের প্রসঙ্গ টেনে রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, ইউক্রেন নিয়ে আমাদের অভিন্ন স্বার্থ রয়েছে। বৈঠকের উদ্বোধনী বক্তব্যে ৭ এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
সকালবেলা
নতুন প্রজন্মের কাগজ
The Daily Sakalbela
শুক্রবার
২০ নভেম্বর ২০২৬
প্রকাশনার ৩০ বছর

পুলিশের এক ডিআইজিসহ ১৭ কর্মকর্তা রদবদল

স্টাফ রিপোর্টার :
পুলিশের উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক (ডিআইজি), অতিরিক্ত ডিআইজি ও পুলিশ সুপার পদমর্যাদার ১৭ কর্মকর্তাকে রদবদল করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পৃথক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ডিআইজি) মোহাম্মদ ওসমান গণিকে রংপুর পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের (পিটিসি) কমান্ড্যান্ট (ডিআইজি) হিসেবে বদলি করা হয়েছে। গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের (জিএমপি) উপ-পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ ৭ এর পাতায় দেখুন

সাবেক মন্ত্রী জাবেদের ১৫, রুকমীলার ১০ বছর কারাদণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার :
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবিএল) ২৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ করে হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে পাচারের মামলায় সাবেক ভূমিমন্ত্রী ও নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই মামলায় তার স্ত্রী ও ইউসিবিএলের সাবেক চেয়ারম্যান রুকমীলা জামানসহ ১৭ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে পৃথক দুটি আইনে পাঁচ বছর করে মোট ১০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। মামলার বাকি ১৯ আসামিকে খালাস দিয়েছেন আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) চট্টগ্রাম বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মিজানুর রহমান এ রায় দেন। দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মোকাররম হোসাইন বলেন, মামলায় ৫৫ জনের সাক্ষীর সাক্ষ্যপ্রমাণে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ১৭ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও ১৯ আসামিকে খালাস ৭ এর পাতায় দেখুন



স্পিকারের সঙ্গে মালদ্বীপের হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

স্টাফ রিপোর্টার :
জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রমের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত মালদ্বীপের হাইকমিশনার শিউনীন রশীদ। গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে স্পিকারের কার্যালয়ে এই সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। সাক্ষাৎকালে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, মালদ্বীপের সাথে বাংলাদেশের সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। জনগণের সাথে জনগণের সম্পর্ক এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়েছে। তিনি বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠানে মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতির উপস্থিতি দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করেছে। স্পিকার বলেন, দুই দেশের মধ্যে অভিন্ন সংস্কৃতির বন্ধন রয়েছে। মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তি দুই দেশের জনগণকে উৎসাহিত করেছে। তিনি বলেন, দুই দেশের মধ্যে সংসদীয় ৭ এর পাতায় দেখুন

এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে আমানতের তুলনায় ঋণে তিনগুণ প্রবৃদ্ধি

স্টাফ রিপোর্টার :
এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে আমানত সংগ্রহের তুলনায় ঋণ বিতরণ বাড়ছে তিনগুণেরও বেশি গতিতে। গত এক বছরে এই মাধ্যমে আমানত বেড়েছে ১১ দশমিক ৩৪ শতাংশ। বিপরীতে ঋণ বিতরণ বেড়েছে ৩৮ দশমিক ২৩ শতাংশ। অর্থাৎ আমানতের তুলনায় ঋণ বিতরণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় সাড়ে তিনগুণ। তিন মাসের হিসাবেও একই চিত্র দেখা গেছে। গত জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে আমানত বেড়েছে ২ দশমিক ৩১ শতাংশ, আর ঋণ বিতরণ বেড়েছে ৭ দশমিক ৯৩ শতাংশ। তবে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ বাড়লেও নারী গ্রাহকরা এখনও অনেক পিছিয়ে। মোট ঋণের ৮৪ শতাংশের বেশি পেয়েছেন পুরুষ গ্রাহকরা। নারীরা পেয়েছেন মাত্র ১২ দশমিক ৭২ শতাংশ। অন্যদিকে হিসাব খোলার ক্ষেত্রে পুরুষরা সামান্য এগিয়ে থাকলেও এক বছরে নারীদের হিসাব বৃদ্ধির হার বেশি। এজেন্ট ব্যাংকিং নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে এ চিত্র উঠে এসেছে। এজেন্ট ব্যাংকিং হলো-ব্যাংকের শাখা না খুলে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে সেবা দেওয়ার একটি ব্যবস্থা। দেশে ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা চালু হয়। এর আগে ২০১৩ সালের ৯ ডিসেম্বর এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনাসংক্রান্ত নীতিমালা জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক। নীতিমালায় প্রথমে শুধু পল্লী এলাকায় এজেন্ট ব্যাংকিং করার সুযোগ দেওয়া হলেও পরের বছর নীতিমালা কিছুটা সংশোধন করে পৌর ও শহর অঞ্চলেও এজেন্ট ব্যাংকিং চালুর সুযোগ দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত ৩১টি ব্যাংকে এজেন্ট ব্যাংকিং চালুর অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক; যার মধ্যে বর্তমানে ৩০টি ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে সারাদেশে ২০ হাজার ৬২১টি আউটলেটের মাধ্যমে এই সেবা দেওয়া হচ্ছে। এজেন্ট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫ হাজার ৫০৭ জন। খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, এজেন্ট ব্যাংকিং দেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম। বিশেষ করে গ্রামীণ, দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিতে এই চ্যানেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ, নারী উদ্যোক্তা এবং ক্ষুদ্র ৭ এর পাতায় দেখুন

> গত এক বছরে এই মাধ্যমে আমানত বেড়েছে ১১ দশমিক ৩৪ শতাংশ। বিপরীতে ঋণ বিতরণ বেড়েছে ৩৮ দশমিক ২৩ শতাংশ।



শিশুদের সুরক্ষায় দেশব্যাপী চাইল্ড কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা হবে

-সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার :
শিশুদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে দেশব্যাপী চাইল্ড কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে জানিয়েছেন নারী ও শিশু বিষয়ক এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন। তিনি বলেন, 'শিশুদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, সুরক্ষা এবং সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করতে সরকার পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন, পৌরসভা ও শহরের ওয়ার্ড গুলোতে চাইল্ড কেয়ার সেন্টার সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছে। গতকাল ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত 'শিশুদের প্রতি সহিংসতা অবসানের লক্ষ্যে দ্বিতীয় বৈশ্বিক মন্ত্রী পর্যায়ের ৭ এর পাতায় দেখুন



আইসিজের রায়ে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে আন্তর্জাতিক চাপ বাড়বে

-প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ

স্টাফ রিপোর্টার :
মিয়ানমারের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গা গণহত্যার মামলায় আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের (আইসিজে) রায় রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসন শুরু করতে আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ানোর বড় সুযোগ তৈরি করেছে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। তিনি বলেছেন, এই রায়ের ভিত্তিতে মিয়ানমার সরকার ও রাখাইনে সক্রিয় সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মির ওপর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপ বাড়ানো সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে যত দ্রুত সম্ভব ৭ এর পাতায় দেখুন

বার্ষিক পরীক্ষার মধ্যেই ভর্তি পরীক্ষা

চাপে হাঁসফাঁস শিক্ষার্থীরা

বিশেষ প্রতিবেদক ■
বার্ষিক পরীক্ষা নিয়ে দম ফেলার ফুরসত নেই স্কুলের শিক্ষার্থীদের। এর মধ্যেই যোগ হয়েছে নতুন চিন্তা। আগামী বছর পছন্দের স্কুলে ভর্তি হতে হলে দিতে হবে লিখিত পরীক্ষা। একদিকে বার্ষিক পরীক্ষা, অন্যদিকে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে গিয়ে রীতিমতো হাঁসফাঁস শিক্ষার্থীরা। ভর্তি পরীক্ষায় ভালো করতে বাংলা, ইংরেজি ও গণিতে বিশেষ জোর দিতে হচ্ছে। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য আবার রয়েছে বৃত্তি পরীক্ষা। সব মিলিয়ে বছরের শেষ সময়ে শিক্ষার্থীরা একের পর এক পরীক্ষার চাপে। জানা যায়, দীর্ঘ ছয় বছর পর স্কুলে ভর্তিতে লটারি পদ্ধতি আংশিক বাতিল করে দ্বিতীয় থেকে নবম শ্রেণিতে লিখিত পরীক্ষা ফিরিয়েছে সরকার। এতে ভালো স্কুলে ভর্তির প্রতিযোগিতা যেমন ফিরছে, তেমনি বাড়তি পড়াশোনার চাপ তৈরি হওয়ার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে রাজধানীসহ বড় শহরগুলোতে নামকরা স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করাতে আগ্রহী অভিভাবকদের মধ্যে প্রস্তুতির ব্যস্ততা বেড়েছে। অভিভাবকরা বলছেন, বার্ষিক পরীক্ষার মধ্যেই নতুন করে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে গিয়ে শিশু শিক্ষার্থীদের ওপর বাড়ছে মানসিক চাপ। খেলাধুলা ও বিশ্রামের সময় কমেছে। আর ভর্তি পরীক্ষা ফেরায় চাপ বেড়েছে কোচিংয়ের। পরীক্ষকেন্দ্রিক এমন চাপে শিশুদের শেখার আগ্রহ ও বিকাশে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানীরা।

> ৯ নভেম্বর থেকে বার্ষিক পরীক্ষা। দুই পরীক্ষার পড়ালেখা করতে গিয়ে গত সপ্তাহে প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পড়তে হবে। একটু সুস্থ হয়ে আবার কোচিং, টিউশনি ও হোমওয়ার্ক করতে হচ্ছে বাচ্চাটাকে। দিনে ৩০ মিনিট যে খেলবে, ঘুমাবে সে সুযোগও নেই।
>
> -অভিভাবক তানজিমার মা সালেহা

বার্ষিক পরীক্ষার মধ্যেই ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত শিক্ষাপঞ্জি অনুযায়ী, দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা ১৯ নভেম্বর শুরু হয়েছে। চলবে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ফল প্রকাশের জন্য ৩০ ডিসেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। যদিও কোনো কোনো স্কুলে ১৫ নভেম্বর থেকেই পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ২০২৭ শিক্ষাবর্ষে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সংশোধিত নীতিমালা গত ১২ নভেম্বর প্রকাশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে প্রথম শ্রেণিতে ডিজিটাল লটারি বহাল রাখা হয়েছে। তবে দ্বিতীয় থেকে নবম শ্রেণিতে শূন্য আসনের বিপরীতে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী বাছাই করা হবে। নীতিমালা অনুযায়ী- দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে ৫০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষা হবে। এর মধ্যে বাংলায় ১৫, ইংরেজিতে ১৫ ও গণিতে ২০ নম্বর। পরীক্ষার সময় এক ঘণ্টা। ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণিতে পরীক্ষা হবে ১০০ নম্বরের। বাংলায় ৩০, ইংরেজিতে ৩০ ও গণিতে ৪০ নম্বর থাকবে। সময় দুই ঘণ্টা। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সংশ্লিষ্ট শ্রেণির পাঠ্যবই থেকে প্রশ্ন করতে হবে। বর্তমান স্কুল পরিবর্তন করে অন্য সরকারি-বেসরকারি স্কুলে যেতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পরীক্ষার পাশাপাশি ৭ এর পাতায় দেখুন

গোপালগঞ্জে মুকসুদপুর থানায় আগুন দিলো নিষিদ্ধ আ.লীগের নেতাকর্মীরা

স্টাফ রিপোর্টার :
গোপালগঞ্জ-১ আসনে বিএনপির সংসদ সদস্য মো. সেলিমুজ্জামানের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের পর মুকসুদপুর থানায় আগুন দিয়েছে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী-সমর্থকরা। এ সময় তারা থানার কয়েকটি গাড়ি, আসবাবপত্রসহ বিভিন্ন মালামাল পুড়িয়ে দেয়। পরে গ্রামীণ ব্যাংকের একটি শাখা ও উপজেলা বিএনপি কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানো হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মিছিল নিয়ে একদল লোক মুকসুদপুর থানায় গিয়ে ফটক ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। এরপর তারা থানার বিভিন্ন স্থানে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় প্রাণ বাঁচাতে পুলিশ সদস্যরা আশপাশের এলাকায় আশ্রয় নেন বলে জানা গেছে। এদিন সকালে গোপালগঞ্জ জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এমএইচ খান মঞ্জু খানের গোপালগঞ্জ শহরের কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়। তার ৭ এর পাতায় দেখুন



বাংলাদেশকে আঞ্চলিক এভিয়েশন হাব করতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় গুরুত্বারোপ

স্টাফ রিপোর্টার :
বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার সম্ভাবনাময় আঞ্চলিক এভিয়েশন হাব হিসেবে গড়ে তুলতে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী এম. রশিদুজ্জামান মিল্লাত। তিনি বাংলাদেশের বিমান চলাচল খাতের আধুনিকায়ন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, পর্যটন ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান। গত বুধবার কানাডার মন্ট্রিলে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার (আইসিএও) সপ্তম এয়ার ট্রান্সপোর্ট সম্মেলনের ফাঁকে আইসিএও কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট তোশিউকি ওনুমা এবং থাইল্যান্ডের পরিবহন মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি পার্মানেন্ট সেক্রেটারি পানিয়া ৭ এর পাতায় দেখুন



হাসিনাকে ফেরাতে সামরিক বিমানের দাবি 'মামার বাড়ির আবদার'

-নুরুল হক নুর

স্টাফ রিপোর্টার :
ভারত হাসিনার মত একটা পতিত ফ্যাসিস্ট, খুনি, নিকৃষ্ট শাসককে দিল্লিতে বসে ফেসবুকে উস্কানি দেওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী, গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। তিনি প্রশ্ন করেন, 'এইটা কি ইন্ডিয়ার কনসার্নের বাইরে হচ্ছে? গতকাল বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে বাংলাদেশ শ্রমিক অধিকার পরিষদ আয়োজিত 'শ্রমিকের অধিকার, মর্যাদা এবং জাতীয় স্বার্থে ৭ এর পাতায় দেখুন

৮ বিমানবন্দরে সতর্কতা জারি

স্টাফ রিপোর্টার :
দেশের বিভিন্ন স্থানে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, ককটেল বিস্ফোরণ ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের ঘটনায় দেশের অভ্যন্তরীণ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলোর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এই উদ্বেগ থেকেই বিমানবন্দরগুলোর নিরাপত্তা জোরদারে বহুমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)। সংস্থাটির পক্ষ থেকে দেশের সব বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা প্রটোকল বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বিমানবন্দরের ল্যান্ডসাইড এলাকায় নজরদারি, টহল ও যানবাহন তল্লাশি বাড়ানোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। বিমানবন্দরের সব প্রবেশপথে নিরাপত্তা জোরদারের পাশাপাশি অভ্যন্তরেও নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাতে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বাইরের গেটে ফ্লাইওভার থেকে ককটেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এ ধরনের নাশকতামূলক ঘটনা ঠেকাতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বিমানবন্দরটিতে। বিমানবন্দরের সামনের ফ্লাইওভারে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত পুলিশের টহল ও অবস্থান নিশ্চিত করতে বিমানবন্দর থানাকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিমানবন্দরের বাইরের অংশে সিসি ক্যামেরা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির ক্যামেরা স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বেবিচকের সদস্য (নিরাপত্তা) এয়ার কমোডোর আসিফ ইকবাল বলেন, দেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় সব বিমানবন্দরের নিরাপত্তা জোরদার করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বিমানবন্দরগুলোকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা প্রটোকল বজায় রাখতে বলা হয়েছে। যেসব বিমানবন্দরে রাতে ফ্লাইট পরিচালিত হয় না, সেখানেও রাতের বেলায় টহল, নজরদারি ও পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ল্যান্ডসাইডের নিরাপত্তা জোরদারে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নকে (এপিবিএন) নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তাদের টহল বাড়ানো, নজরদারি জোরদার এবং যানবাহন তল্লাশির বিষয়ে বলা হয়েছে। বিমানবন্দর থানাকেও আশপাশের এলাকায় পুলিশের টহল বাড়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাত সোয়া ১টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বিমানবন্দর গেটে বিআরটি উড়ালসেতু থেকে পরপর দুটি ককটেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য অনুযায়ী, বিমানবন্দরের বাইরের গেট লক্ষ্য করে ককটেল নিক্ষেপ করা হলে উড়ালসেতুর নিচে থাকা তিনজন পথচারী আহত হন। এ ঘটনার পর বিমানবন্দরের বাইরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। এদিকে বিমানবন্দরের ল্যান্ডসাইড এলাকায় এআই ক্যামেরার আওতা ৭ এর পাতায় দেখুন



খাদ্যমন্ত্রী আফরোজা খানম গতকাল মানিকগঞ্জ জেলা পরিষদ সভাকক্ষে মাসিক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। -পিআইডি

খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে আইন যুগোপযোগী ও কঠোর করা হবে : খাদ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার :
জনস্বার্থ নিশ্চিত করতে দেশের প্রচলিত আইনগুলোকে সময়োপযোগী ও কার্যকর করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন খাদ্যমন্ত্রী আফরোজা খানম। তিনি বলেছেন, খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগের পাশাপাশি আইন আরও যুগোপযোগী ও কঠোর করা হবে, যাতে কেউ খাদ্যে ভেজাল মেশানোর সাহস না পায়। বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত জেলার মাসিক উন্নয়ন ও সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক নাজমুনারা ৭ এর পাতায় দেখুন

গণভোটের রায় মানলেই ফ্যাসিবাদবিরোধী ঐক্য

-মামুনুল হক

স্টাফ রিপোর্টার :
গণভোটের রায় বাস্তবায়নে ফ্যাসিবাদবিরোধী-গণভোটের গণরায় বাস্তবায়নে সরকারের সদিচ্ছা থাকলে ফ্যাসিবাদবিরোধী ঐক্য গঠন সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন ১১ দলীয় ঐক্যের শীর্ষ নেতা মামুনুল হক। তিনি বলেছেন, 'যেকোনো মূল্যে অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবে ১১ দল। তবে জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে সরকারকে গণভোটের রায় মেনে নিতে হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর মিন্টো রোডে বিরোধীদলীয় নেতার বাসভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। মামুনুল হক বলেন, গোপালগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রতিক নাশকতার ঘটনায় সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত। সরকারের দৃশ্যমান পদক্ষেপের অভাবে নাশকতাকারীরা সুযোগ পাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে ১১ দল দায়িত্বশীল বিরোধী দল হিসেবে ভূমিকা পালন করতে চায়। তিনি ৭ এর পাতায় দেখুন



গোপালগঞ্জে অস্থিরতা : খুলনাসহ কয়েক রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার :
গোপালগঞ্জে থানা ও সংসদ সদস্যদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর এবং কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের মহড়ার ঘটনায় নিরাপত্তাজনিত কারণে জেলাটিতে ট্রেন চলাচল সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে গোপালগঞ্জ হয়ে খুলনাগামী ট্রেনের চলাচলও বন্ধ রয়েছে। সব মিলিয়ে আন্তঃনগর, কমিউটার ও লোকাল মিলে চারটি ট্রেনের চলাচল বন্ধ ও রুট সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। রেলওয়ে সূত্র জানায়, গতকাল বুধবার থেকে এসব ট্রেনের চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। যাত্রী ও ট্রেনের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে গতকাল বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) থেকে কয়েকটি ট্রেনের যাত্রা বাতিল ও রুট সংক্ষিপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বন্ধ থাকা ট্রেনগুলোর মধ্যে রয়েছে খুলনা-ঢাকা-বেনাপোল রুটের আন্তঃনগর রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস। ট্রেনটি সকালে খুলনা থেকে ঢাকায় আসে। পরে ঢাকা থেকে গোপালগঞ্জ হয়ে বেনাপোল যাওয়ার কথা এবং সেখান থেকে আবার খুলনায় যায় ট্রেনটি। তবে বুধবার ট্রেনটি খুলনা থেকে ঢাকায় ৭ এর পাতায় দেখুন

বায়তুল মোকাররমের সাবেক খতিব রুহুল আমিন রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার :
জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে জুমার নামাজকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় মসজিদের সাবেক খতিব মাওলানা মুফতি রুহুল আমিনের পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার তাকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নিতে আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। শুনানি শেষে ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশিতা ইসলাম তার পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। গত বুধবার (১৮ নভেম্বর) জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার (এনএসআই) তথ্যের ভিত্তিতে রাজধানীর বারিধারার একটি বাসা থেকে মুফতি রুহুল আমিনকে আটক করে ভাটারা থানা পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়। মামলার অভিযোগে বলা হয়, ২০২৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বর বাদী প্রবাসফেরত ৭ এর পাতায় দেখুন

অস্তিত্ব সংকটে পদ্মা মৃত প্রায় ১০ নদী

স্টাফ রিপোর্টার :
ফারাক্কার প্রভাবে শুষ্ক মৌসুমে পদ্মায় পানিপ্রবাহ কমেছে ৮০ শতাংশ। প্রায় মৃত ১০টি নদ-নদী। নদী নিয়ে কাজ করা সংগঠন রিভারাইন পিপলের গবেষণায় দেখা গেছে, উজানে ফারাক্কা বাঁধ চালুর আগের তুলনায় এখন পদ্মার ৮০ শতাংশ পানির প্রবাহ কমে গেছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহ ও মুর্শিদাবাদে আন্তঃসীমান্ত নদীর গতিপথে নির্মিত এ বাঁধ বিরূপ প্রভাব ফেলেছে পদ্মাসহ এর শাখা নদ-নদীর ওপর। ফারাক্কা পয়েন্টে গঙ্গার পানি সরিয়ে নেয়ায় চর জেগেছে পদ্মায়। শুকিয়ে মরে গেছে এ নদীর উৎস থেকে সৃষ্ট পাগলা, মহানন্দা, পুনর্ভবা ও বড়াল নদী। মৃতপ্রায় কপোতাক্ষ, ভৈরব, মাথাভাঙ্গা ও কুমার নদ। কপোতাক্ষ নদের কোথাও হাঁটু পানি, কোথাও পানিই নেই। যে হাঁটু পানি দেখা যায় এটা বৃষ্টির পানি, গঙ্গা থেকে আর আসে না। পানি সংকটের কারণে পদ্মার যে শাখা নদীগুলো ক্ষতিগ্রস্ত তার একটি বড়াল। রাজশাহী থেকে ভাটিতে চারঘাটে বড়াল নদীর উৎসমুখ। বড়ালের উৎসমুখে দেখা যায় বিশাল চর জেগেছে, সেখানে পানির প্রবাহ নেই। বড়ালের দুই পাশে চর পড়ে উঁচু হয়ে গেছে। মাঝখানে সরু নালার মতো। পদ্মা থেকে রাজশাহী, নাটোর হয়ে বড়াল নদীর গতিপথ যমুনা পর্যন্ত বিস্তৃত। এ নদীর জীবন মৃত্যুর সাক্ষী চারঘাট এলাকার শিক্ষক মোহাম্মদ রেজাউল করীম। এ নদীতে বড় বড় নৌকা চলতে দেখেছেন বলে জানান তিনি। নদী গবেষকরা বলছেন, বাংলাদেশের দীর্ঘতম এ নদীর গতিপথ থেকে শুরু করে এর শাখা নদনদীর প্রবাহে মারাত্মক ক্ষতি করেছে ফারাক্কা বাঁধ। পানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ফারাক্কা বাঁধের নির্মাণকাজ শুরু হয় ১৯৬১ সালে, শেষ হয় ১৯৭৫ সালে। ২ হাজার ২৪০ মিটার লম্বা এ বাঁধের কারণে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ব্যাপক পরিবেশগত ও সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে। বিতর্কিত এ বাঁধের কারণে বহু নদীর মৃত্যু, জীবন-জীবিকা ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতিসহ বহুমাত্রিক প্রভাব বিবেচনায় বাংলাদেশ এমনকি ভারতের কিছু অংশেও এর জোরালো বিরোধিতা রয়েছে। অর্ধশতাব্দী ধরে ফারাক্কা নিয়ে বাংলাদেশের প্রধান অভিযোগ এ বাঁধের ফলেই প্রমত্তা পদ্মার বুকে জেগেছে বিশাল চর। সংকীর্ণ হয়ে গেছে নদীর গতিপথ। শুষ্ক মৌসুমে ফার

পঞ্চম বাহিনীকে পথে পথে

পন্থায় নয়, বরং জনগণের সম্মিলিত শক্তির মাধ্যমে তাদের পথে পথে প্রতিহত করা হবে। একই সঙ্গে আইনের আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যৌথ সভা শেষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন রিজভী। তিনি বলেন, গত ৫ আগস্ট দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া 'পরাজিত শক্তি' বিদেশে বসে অর্থ ও মদদ দিয়ে দেশে অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। তারা পুলিশের বক্স ও গাড়িতে আগুন দেওয়া, ককটেল ও পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ এবং মানুষ হত্যার মতো কর্মকাণ্ডে জড়িত। প্রথম থেকেই ধৈর্যের সঙ্গে এসব কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছিল। কিন্তু তাদের তৎপরতা এখন ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করছে। তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পরিকাঠামো ভেঙে দেওয়া হবে। সরকারও এ বিষয়ে অত্যন্ত তৎপর। রিজভী বলেন, যারা জনকল্যাণে ও দেশের মানুষের জন্য কাজ করেন, তারা কখনো দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান না। রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে যারা দেশের সম্পদ লুটপাট, গুম ও খুনের রাজনীতি করেন, তারাই একসময় দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে নানা চাপ ও হুমকি দেওয়া হলেও তারা কখনো দেশ ছাড়েননি। অথচ পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তিরা বিদেশে ফ্ল্যাট, দোকান ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে আন্তর্জাতিক

ও পরিকল্পনাবিষয়ক উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। তিনি বলেছেন, মানবিক সহায়তা কখনো রাজনৈতিক সমাধানের বিকল্প হতে পারে না। একইভাবে উন্নয়নমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের বিচার ও জবাবদিহির প্রয়োজনীয়তাও এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। গতকাল রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে ব্র্যাক আয়োজিত 'রোহিঙ্গা সংকটের দশম বছরে ও পরবর্তী সময়ে : নতুন করে করণীয় নির্ধারণ' শীর্ষক নীতিনির্ধারণী সংলাপের উদ্বোধনী অধিবেশনে তিনি এসব কথা বলেন। ড. তিতুমীর বলেন, মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার পরিবেশ তৈরিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সমন্বিত উদ্যোগ, কূটনৈতিক তৎপরতা ও রাজনৈতিক চাপ অব্যাহত রাখতে হবে। রোহিঙ্গা সংকটের একমাত্র স্থায়ী সমাধান হলোড় তাদের নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক, মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই প্রত্যাবাসন। গত সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর উত্থাপিত পাঁচ দফা প্রস্তাবের উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশ রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে একটি সমন্বিত উদ্যোগ নিয়ে এগোচ্ছে।

অনুরোধ করছি আমাকে সীমাবদ্ধ

যে দায়িত্ব ও অবস্থানড় আমি এ সুযোগটি নিয়েছি। কারণ, তিনি সশরীরে উপস্থিত ছিলেন না। আমি ফোনের মাধ্যমে আমাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলাম, কিন্তু সশরীরে উপস্থিত থাকতে পারাটা ছিল দারুণ আনন্দের। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি খলিলুর রহমানের সঙ্গে বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তিনি। সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ভারতীয় হাইকমিশনার এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, এটি মূলত ছিল একটি সৌজন্য সাক্ষাৎ। আমি আর কোনো প্রশ্ন নেব না। আমাকে শুধু এটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকতে দিন। দয়া করে আমিও অনুরোধ করছি, আমাকে কেবল এটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকতে দিন। আমি খলিলুর রহমান সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞ ও ধন্যবাদ জানাই, আমাকে সময় দেওয়ার জন্য এবং আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, উনি দ্বৈত ভূমিকায় থাকলেও শুধুমাত্র সাধারণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে ওনার সঙ্গে আমার বৈঠক হয়েছে। আমি সংস্কার বিষয়টি বোঝার জন্য খুব আগ্রহী ছিলাম এবং খলিলুর রহমান সাহেব জাতিসংঘের সংস্কার নিয়ে অনেক কথা বলছেন। তাই আমি বুঝতে চেয়েছিলাম যে সংস্কারগুলো কী কী এবং কী করা যেতে পারে। কারণ, সেগুলো আমাদের সবার জন্যই স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়। এটি একটি অভিন্ন স্বার্থ। এর আগে, খলিলুর রহমানের সঙ্গে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন, যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারাহ কুক ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার ও চীনা দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ড. লিউ ইউইন পৃথক পৃথক সাক্ষাৎ করেন।

অগ্নিসন্ত্রাসী-খুনিদের পরিষ্কার

থেকেও কেন তারা তিস্তা ব্যারাজের কাজ, তিস্তা মহাপরিকল্পনা ও পদ্মা ব্যারাজের কাজ করেনি? কেন তারা এই এলাকায় গ্যাসলাইন আনেনি? কেন এই এলাকায় ইপিজেড স্থাপন করেনি? এই প্রশ্ন আমার ও আপনাদেরও। কারণ এই দেশের মানুষের প্রতি বা এই দেশের প্রতি তাদের কোনও দরদ ছিল না। সেজন্যই আমরা দেখেছি, প্রতিবছর লাখ লাখ কোটি টাকা তারা বিদেশে পাচার করেছে। বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকায় উঠে এসেছে, কীভাবে এই দেশের দুস্থ, অসহায়, গরিব মানুষের টাকা বিদেশে পাচার করে তারা আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'তারা এই দেশের ও মানুষের স্বার্থ দেখেনি। সীমান্তের ওপারে যে দেশে তারা পালিয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে তাদের প্রভু। সেই প্রভুদেরকে খুশি করার জন্য তারা আবার এই দেশের মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। তিনি বলেন, 'চব্বিশের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে ভোটের অধিকার, কথা বলার অধিকার, গুম-খুন বন্ধের যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই অধিকার তারা আবার কেড়ে নিতে চায়। তাদেরকে কি আবার গুম-খুন, ভোটের অধিকার ও মানুষের কথা বলার অধিকার কেড়ে নেওয়ার রাজনীতি করার অনুমতি আপনারা দেবেন? প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যদি তা না হয়, তাহলে আসুন, যেভাবে ২০২৪ সালে বাংলাদেশের সব গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই দেশ থেকে সেই খুনি-সন্ত্রাসীদের বিতাড়িত করেছিল, ঠিক সেইভাবে আজ আবার ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময় এসেছে।

প্রত্যেক নারীর ক্যানসার

হিসেবে প্রতিশ্রুতি থেকে বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। ডা. জুবাইদা বলেন, শুধু বিশেষায়িত চিকিৎসাকেন্দ্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বিদ্যালয়, কমিউনিটি ক্লিনিক ও স্থানীয় হাসপাতালেও স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে হবে।

অনেক নারী চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই ব্যবধানই স্বাস্থ্যসেবায় বৈষম্যের প্রতিফলন। এই বৈষম্য দূর করা আমাদের পক্ষেই সম্ভব। তিনি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষের কল্যাণে চিকিৎসাসেবা দিতে চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান জানান।

খলিলুর রহমানের সঙ্গে

নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকের বিষয়ে এর বাইরে বিস্তারিত কিছু জানাননি তিনি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এখনো এসব বৈঠক নিয়ে কিছু জানানো হয়নি। যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারাহ কুক জানান, বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার করা এবং রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কূটনৈতিক সূত্র বলছে, রোহিঙ্গা গণহত্যার অভিযোগে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে করা মামলার রায় নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরের আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে) আজ বৃহস্পতিবার দেবে। এ মামলার রায়কে ঘিরেও এসব বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারে।

গণহত্যার উদ্দেশ্য ছিল

প্রদানের বিষয়টিও নির্ধারণ করা হবে পরবর্তী সময়ে। আইসিজের রায় বাধ্যতামূলক এবং এর বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ নেই। তবে রায় বাস্তবায়নের কোনো সরাসরি ব্যবস্থা আদালতের হাতে নেই। ফলে মিয়ানমারের শাসকরা এসব নির্দেশ মেনে চলবে কি না, তা এখনো অনিশ্চিত। তবে এ রায় মিয়ানমারের নেতা মিন অং হ্লাইংয়ের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ আরও বাড়াবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে দমন অভিযানের সময় তিনি সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন। পরে ২০২১ সালে অং সান সু চির নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে সামরিক অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেন। এ বছর কঠোরভাবে সীমিত নির্বাচনের পর তাঁকে বেসামরিক প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক বৈধতা অর্জনে তিনি কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। আইসিজের এ রায় সেই প্রচেষ্টাকে জটিল করে তুলতে পারে। ইসরাইল গাজায় গণহত্যা সংঘটিত করেছে কি না, সে বিষয়ে আদালতের আরেকটি বহুল আলোচিত মামলার রায় কী হতে পারে, তার ইঙ্গিত পেতে আইন বিশেষজ্ঞরাও আইসিজের এ ঐতিহাসিক রায়ের দিকে নিবিড়ভাবে নজর রাখছিলেন।

'আমি ন্যায়বিচার চাই' : বাংলাদেশে সীমান্তের ওপারে বিশ্বের বৃহত্তম শরণার্থী শিবিরে বসবাসরত ১০ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গার কাছে এ রায় জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আশার আলো হয়ে এসেছে। রায় ঘোষণার আগে পরিবারের সঙ্গে একটি ছোট আশ্রয়কেন্দ্রে বসবাসরত ২৩ বছর বয়সী এক রোহিঙ্গা ধর্ষণের শিকার নারী বলেন, 'আমি ন্যায়বিচার চাই। পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে তিনি বলেন, 'যারা নারীদের ধর্ষণ করেছে, তাদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। আইসিজের এ বিষয়ে আলাদাভাবে কিছু বলা উচিত। সহিংসতা থেকে বেঁচে আসা রোহিঙ্গারা দলবদ্ধ ধর্ষণ, গণহত্যা এবং পরিবার ও শিশুদের ওপর নির্মম নির্যাতনের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা নিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। শরণার্থী শিবিরের দুর্দশাপূর্ণ পরিবেশ থেকে দূরে আইসিজের ১৫ বিচারকের একটি প্যানেল সাত বছর ধরে বিবেচনা করেছে, মিয়ানমারের কর্মকাণ্ড গণহত্যার পর্যায়ে পড়ে কি না। ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘ গণহত্যা কনভেনশনের আওতায় গাম্বিয়া এ মামলাটি দায়ের করে। =

হাম উপসর্গে আরও সাত

হামের উপসর্গে দেশে ১ হাজার ২৩১ জনের মৃত্যুর হয়েছে। এ সময় হাম শনাক্ত হওয়ার পর মারা গেছে ১০৫ জন। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত হাম ও হামের উপসর্গে মৃত্যু ১ হাজার ৩৩৬ জনে পৌঁছেছে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে সন্দেহজনক হাম আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১ হাজার ২৩৫ জন এবং নিশ্চিত হাম শনাক্ত হয়েছে ৯৫ জনের। মোট ১ হাজার ৩৩০ জন হাম ও হামের উপসর্গে আক্রান্ত হয়েছে। ১৫ মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত মোট সন্দেহজনক হাম রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ২ লাখ ২৬ হাজার ৪৬৯ জন। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে ২ লাখ ১৭ হাজার ৫৪০ জন হাসপাতাল ছেড়েছে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের তথ্যমতে, চলতি বছরের ১৫ মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত হামের উপসর্গ দেখা দিয়েছে ২ লাখ ৫৩ হাজার ৪০৮ জনের। এ সময়ের মধ্যে হাম শনাক্ত হয়েছে ২৫ হাজার ৮৮১ জনের।

রমজানের খেজুর জানুয়ারির

ভোক্তারা সাধারণত জানুয়ারির মাঝামাঝি থেকেই রমজানের কেনাকাটা শুরু করেন। তাই জানুয়ারির শুরুতেই খুচরা বাজারে পর্যাপ্ত খেজুর পৌঁছানো জরুরি। রাষ্ট্রদূত জানান, আলজেরিয়ায় এখন খেজুরের ভরা মৌসুম। দেশটিতে বিপুল পরিমাণ খেজুর মজুত রয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক দামে খেজুর সরবরাহের প্রস্তাব এরই মধ্যে পাঠিয়েছে আলজেরিয়ার কৃষি মন্ত্রণালয়। দেশটির একটি বেসরকারি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানও পরিবহন খরচসহ প্রতি কেজি ২ থেকে ৫ মার্কিন ডলারে খেজুর সরবরাহের প্রস্তাব দিয়েছে। রাষ্ট্রদূতের মতে, আগামী সপ্তাহের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষ হলে ২০ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে বাংলাদেশের বন্দরে চালান পৌঁছানো সম্ভব। বাংলাদেশের জ্বালানিমন্ত্রীর সাম্প্রতিক আলজেরিয়া সফরের প্রসঙ্গ টেনে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, জ্বালানি খাতে দেশটির সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতায় আগ্রহী বাংলাদেশ। দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে পুরোনো বাণিজ্য চুক্তি নবায়ন এবং যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন বা যৌথ বাণিজ্য কমিটি গঠনের বিষয়ে দুই পক্ষ একমত হয়। দুই দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে বাংলাদেশের এফবিসিসিআই ও আলজেরিয়ার চেম্বার অব কমার্সের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন ও নিয়মিত বৈঠকের ওপরও জোর দেওয়া হয়। বৈঠকে আলজেরিয়ায় হালাল পণ্য রপ্তানির নতুন নিয়ম তুলে ধরেন রাষ্ট্রদূত। আগামী ৩ থেকে ৭ ডিসেম্বর আলজেরিয়ায় অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক হস্তশিল্প মেলায় বাংলাদেশের কারুশিল্পী ও উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণের আমন্ত্রণও জানান তিনি। সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারীদের তালিকা দ্রুত তৈরি করে পাঠাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন বাণিজ্যমন্ত্রী। বৈঠকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও আলজেরীয় দূতাবাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় পদ্মা ও যমুনা সেত

২০২২ সালে চালু হওয়া পদ্মা সেতু দিয়ে প্রতিদিন গড়ে ২০ হাজার যানবাহন চলাচল করে। সেতু বিভাগের সচিব আবদুর রউফ বলেন, সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত হচ্ছে দ্বিতীয় পদ্মা ও দ্বিতীয় যমুনা সেতু নির্মাণ করা। দ্বিতীয় পদ্মা সেতু ওয়াই আকৃতিতে নির্মাণের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। সমীক্ষা শেষ হলে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) তৈরি করা হবে। তখন সেতুর অবস্থান, নকশা ও ব্যয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে। গত ৩ নভেম্বর সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে এক পর্যালোচনা বৈঠকে দ্বিতীয় পদ্মা, দ্বিতীয় যমুনা ও পদ্মা ব্যারাজ প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠক শেষে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম জানান, সম্ভাব্যতা সমীক্ষার প্রতিবেদন পাওয়ার পর নকশা ও উন্নয়ন প্রকল্প তৈরি করে নির্মাণকাজ শুরুর উদ্যোগ নেওয়া হবে। সেতু দুটির দৈর্ঘ্য, অবস্থান, নকশা ও নির্মাণব্যয় এখনো চূড়ান্ত হয়নি। এসব বিষয় নির্ধারণে নতুন করে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলছে। আগামী বছরের সেপ্টেম্বরের মধ্যে সমীক্ষা শেষ করার লক্ষ্য রয়েছে।

মামলার চাপ কমাতে প্রাক-মামলা

ব্যবস্থাকে (এডিআর) অগ্রাধিকার দিয়েছে। বিশেষ করে লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস অ্যাক্টের আওতায় প্রাক-মামলা মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধগুলো দ্রুত, শান্তিপূর্ণ ও সমঝোতার ভিত্তিতে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকায় আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থার (জাইকা) যৌথ আয়োজনে 'নতুন প্রাক-মামলা মধ্যস্থতা ব্যবস্থা: দেশব্যাপী সম্প্রসারণের জন্য একটি রোডম্যাপ প্রণয়ন' শীর্ষক জাতীয় সম্মেলনে আইনমন্ত্রী এসব কথা বলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইনমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আনুষ্ঠানিক বা প্রচলিত মামলা-মোকদ্দমা সাধারণ পরিবারগুলোর ওপর, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ওপর, ব্যাপক আর্থিক ও মানসিক চাপ সৃষ্টি করেছে। এ পরিস্থিতি পরিবর্তনে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। প্রাক-মামলা মধ্যস্থতার মাধ্যমে আদালতে মামলা দায়েরের আগেই বিরোধ নিষ্পত্তির সুযোগ তৈরি হচ্ছে। প্রকল্পের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন, যোগ্য মধ্যস্থতাকারী এবং আস্থাশীল প্রাতিষ্ঠানিক প্ল্যাটফর্ম নিশ্চিত করা গেলে হাজার হাজার নাগরিক মামলা-মোকদ্দমার পরিবর্তে সংলাপ ও সমঝোতার পথ বেছে নেন। পারিবারিক ও দেওয়ানি বিরোধের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রাক-মামলা পর্যায়েই নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে। এতে নতুন মামলা দায়েরের হার কমার পাশাপাশি আনুষ্ঠানিক বিচারব্যবস্থার ওপর চাপ কমাতে সহায়তা করছে। আইনমন্ত্রী বলেন, পাইলট (পরীক্ষামূলক) প্রকল্পের সাফল্যকে এখন স্থায়ী জাতীয় ব্যবস্থায় রূপান্তর করতে হবে।

দেশে কোনো অরাজকতা করতে

রামগোপালপুর বাসস্ট্যান্ডে দেশজুড়ে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, আপনারা দেশ থেকে পালিয়ে গেছেন। আপনাদের নেতারা বিদেশে বসে মুরগির রান খাচ্ছেন। আর আপনাদের ভাঙচুর করতে উসকানি দিচ্ছেন। এসব কর্মকাণ্ডের ফল ভালো হবে না। অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু এখন আর সহ্য করব না। আমরা প্রতিবাদ করব, প্রতিহত করব, প্রয়োজনে প্রতিশোধ নেব। দেশে অরাজকতা করতে দেওয়া হবে না। কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনারা কোন ইস্যুতে এসব করছেন? আপনাদের কোনো ইস্যু নেই। দেশ ভালো চলছে। আপনারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করলেও তা করতে দেওয়া হবে না। যেকোনো উপায়ে প্রতিরোধ করা হবে। প্রয়োজনে মারধর করা হবে, গ্রেপ্তারও করা হবে। আমরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে আছি। তিনি আরও বলেন, বিএনপির হাজার হাজার নেতাকর্মী মাঠে রয়েছেন। বিএনপিকে দুর্বল মনে করলে ভুল হবে। তারা দুর্বল নন; বরং দেশের স্বার্থে এখন পর্যন্ত সুযোগ দিয়েছেন। তারা চান, দেশ ভালো থাকুক এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকুক।

'আরেকটি ১/১১ নেমে আসলে

এমপিদের, নেতাদের বাড়িঘরে আগুন দিয়েছে, বিএনপির কার্যালয়ে আগুন দিয়েছে কিন্তু তারা জামায়াতের নাম মুখে নিচ্ছে না। জামায়াতের কোনো নেতাকর্মীর বাড়িতে আগুন দিচ্ছে না, কার্যালয়ে আগুন দিচ্ছে না। এজন্য আমরা কোনো সন্দেহ করছি না, কিন্তু মানুষ সন্দেহ করছে। কেন জামায়াতের বিরুদ্ধে আওয়ামী ফ্যাসিস্টদের কোনো বক্তব্য নাই। তলে তলে আপোষ হয়েছে একথা আমরা বলবো না, আমরা রাজপথে প্রমাণ দেখতে চাই। তিনি আরও বলেন, 'আশা করি জামায়াত এবং এনসিপি কোন শর্ত না দিয়ে, শর্তহীনভাবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে রাজপথে নামবে। বাংলাদেশে যদি এই অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে আরেকটি ১/১১ নেমে আসে, আমরা কিন্তু কেউ বাঁচতে পারবো না। যদি বিরোধীদল মনে করে শুধুমাত্র সরকারি দল বিপদে পড়বে, এটি ভুলে যাবেন। আমরা সবাই আওয়ামী লীগকে ঐক্যবদ্ধভাবে বিতাড়িত করেছি। আওয়ামী লীগ কিন্তু নুসরাত তাবাসসুমের বাড়িতে আগুন দিয়েছে, সমন্বয়ক হাসিবকে রামদা দিয়ে কোপাতে গিয়েছে।

সুস্থ দম্পতির ঘরেও প্রতিবন্ধী শিশু

থেকেও দীর্ঘমেয়াদি প্রতিবন্ধিতা তৈরি হতে পারে।

গর্ভাবস্থায় বাড়ে যেসব ঝুঁকি : বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) গাইনোকোলজি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান, প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. সালেহা বেগম বলেন, গর্ভাবস্থার প্রথম কয়েক সপ্তাহে ভ্রূণের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৈরি হয়। এ সময় গর্ভবতী নারী ক্ষতিকর উপাদানের সংস্পর্শে এলে জন্মগত ত্রুটির ঝুঁকি বাড়তে পারে। বিশেষ করে রুবেলা ভাইরাসে সংক্রমণ হলে শিশুর শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও হৃদযন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। গর্ভাবস্থায় কিছু সংক্রমণ ভ্রূণের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশেও প্রভাব ফেলে। মায়ের অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, অপুষ্টি ও আয়োডিনের ঘাটতিও ঝুঁকি বাড়াতে পারে। এছাড়া গর্ভধারণের আগে ও শুরুর দিকে ফলিক অ্যাসিডের অভাবের সঙ্গে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের নিউরাল টিউবের ত্রুটির সম্পর্ক রয়েছে। পরিবেশদূষণ ও ক্ষতিকর রাসায়নিকের প্রভাব : পাবলিক অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের লাইফ মেম্বার ও জনস্বাস্থ্যবিদ ডা. আবু জামিল ফয়সাল বলেন, ভেজাল খাদ্যাভ্যাস, ধূমপান, পরোক্ষ ধূমপান, অ্যালকোহল এবং কিছু মাদক ভ্রূণের বিকাশে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সিসা, পারদ, কীটনাশক ও অন্যান্য বিষাক্ত রাসায়নিকের সংস্পর্শও উদ্বেগের বিষয়। তবে কোনো পরিবেশগত উপাদানের সঙ্গে নির্দিষ্ট রোগের সম্পর্ক পাওয়া গেলেই সেটিকে একমাত্র কারণ বলা যায় না। ঝুঁকির মাত্রা নির্ভর করে উপাদানের ধরন, সংস্পর্শের সময় ও পরিমাণসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর। ডা. আবু জামিল ফয়সাল আরও বলেন, গর্ভবতী নারী দীর্ঘ সময় অতিরিক্ত তাপমাত্রার মধ্যে কাজ করলে গর্ভস্থ সন্তানের বিকাশে ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

রায়ের বাজারে আগুনে ক্ষতিগ্রস্তদের

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। এতে প্রায় ১১৭টি ঘর পুড়ে গেছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় ১৫০টি পরিবার। এ ছাড়া বেশ কয়েকটি দোকানও সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি ও দোকানপাট ঘুরে দেখার পাশাপাশি প্রতিমন্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনের সময় প্রতিমন্ত্রী ঘটনাস্থল থেকেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলুর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। পরে তার দপ্তরকে বিষয়টি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে দ্রুত ত্রাণ ও প্রয়োজনীয় সহায়তার ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নিতে বলেন। এদিকে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা ঠেকাতে রায়ের বাজার ও আশপাশের এলাকায় অগ্নিঝুঁকি পূর্ণ স্থাপনা চিহ্নিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে সিমেন্টের দেয়ালের ওপর পাকা ছাদের পরিবর্তে বাঁশের কাঠামো ব্যবহার করে টিনের ছাউনি দেওয়া একতলা বাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনার তালিকা তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী। এসব স্থাপনার নির্মাণপদ্ধতি, কাঠামোগত অবস্থা ও অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থার তথ্যও সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। এ কাজের জন্য মোহাম্মদপুর থানা ও সংশ্লিষ্ট ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষকে সমন্বিতভাবে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে অগ্নিঝুঁকি পূর্ণ স্থাপনাগুলোর তালিকা ও বিস্তারিত তথ্য প্রস্তুত করে জমা দিতে বলা হয়েছে।

বৈশ্বিক শান্তির আহ্বান শি-ট্রাম্পের

শি জিনপিং বলেন, এই সম্মেলনের তাৎপর্য নজিরবিহীন। তার ভাষায়, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় যখন বড় শক্তিগুলো সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করে। তিনি আরও বলেন, প্রতিকূল পরিস্থিতিই প্রকৃত দায়িত্ববোধের পরিচয় দেয়। বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তিন দেশের একসঙ্গে কাজ করা উচিত বলেও মন্তব্য করেন চীনা প্রেসিডেন্ট। অন্যদিকে ট্রাম্প বলেন, পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে তিন দেশ অনন্য অবস্থানে রয়েছে। অতীতে অনেক নেতা মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও অন্য নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে এড়িয়ে গেছেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, সুযোগ হাতছাড়া করে কখনও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পুরো পৃথিবীকে প্রভাবিত করে এমন সমস্যার সমাধানে আমাদের বড় দায়িত্ব রয়েছে। বৈঠকের আগে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে পুতিনের সঙ্গে তার কথা হয়েছে বলেও জানান ট্রাম্প। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আলোচিত সব সমস্যা নিয়ে তারা কথা বলবেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেখা যাক, আমরা কোনও সমাধানে পৌঁছাতে পারি কি না। এপেক সম্মেলনের ফাঁকে অনুষ্ঠিত এই বৈঠককে তিন দেশের নেতাদের নজিরবিহীন ত্রিপক্ষীয় আলোচনা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

পুলিশের এক ডিআইজিসহ

বিন সালেহকে রেলওয়ে পুলিশের পুলিশ সুপার করা হয়েছে। খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের (কেএমপি) উপপুলিশ কমিশনার মেরিনা আক্তারকে ট্যুরিস্ট পুলিশের পুলিশ সুপার হিসেবে বদলি করা হয়েছে। পুলিশ টেলিকমের পুলিশ সুপার মুহাম্মদ মতিউর রহমান সিদ্দিকীকে খাগড়াছড়ির মহালছড়িতে ৬ এপিবিএনের ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারের পুলি